৩৩ তখন পীলাত আবার বাড়ীর মধ্যে ঢুকলেন এবং যীশুকে ডেকে বললেন, "তুমি কি যিহূদীদের রাজা?"

৩৪ যীশু বললেন,"আপনি কি নিজে থেকেই এ কথা বলছেন, না অন্যেরা আমার বিষয়ে আপনাকে বলেছে?"

৩৫ পীলাত উত্তর দিলেন, "আমি কি যিহূদী? তোমার জাতির লোকেরা আর প্রধান পুরোহিতেরা তোমাকে আমার হাতে দিয়েছে। তুমি কি করেছ?"

৩৬ যীশু বললেন, "আমার রাজ্য এই জগতের নয়। যদি আমার রাজ্য এই জগতের হত, তবে যাতে আমি যিহূদী নেতাদের হাতে না পড়ি সেজন্য আমার লোকেরা যুদ্ধ করত; কিন্তু আমার রাজ্য এখানকার নয়।"

৩৭ পীলাত যীশুকে বললেন,"তাহলে তুমি কি রাজা?"

যীশু বললেন,"আপনি ঠিকই বলছেন যে, আমি রাজা। সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য আমি জন্মেছি আর সেজন্যই আমি জগতে এসেছি। যে কেউ সত্যের সে আমার কথা শোনে।"

৩৮ পীলাত তাঁকে বললেন, "সত্যে কি?" এই কথা বলে তিনি আবার বাইরে যিহূদী নেতাদের কাছে গিয়ে বললেন, "আমি এর
৩৯ কোনই দোষ দেখতে পাচ্ছি না। তবে তোমাদের একটা নিয়ম আছে, উদ্ধার-পর্বের সময়ে আমি তোমাদের একজন কয়েদীকে ছেড়ে দিই। তোমরা কি চাও যে, আমি যিহূদীদের রাজাকে ছেড়ে দিই?"

৪০ এতে সকলে চেঁচিয়ে বলল, "ওকে নয়, বারাব্বাকে।" সেই বারাব্বা একজন ডাকাত ছিল।

১৯ তখন পীলাত যীশুকে নিয়ে গিয়ে ভীষণ ভাবে চাবুক মারবার
২ আদেশ দিলেন। সৈন্যেরা কাঁটা-লতা দিয়ে একটা মুকুট গেঁথে
৩ যীশুর মাথায় পরিয়ে দিল। পরে তাঁকে বেগুনী রং এর কাপড় পরাল এবং তাঁর কাছে গিয়ে বলল, "ওহে যিহূদী-রাজ, জয় হোক্।" এই বলে সৈন্যেরা তাঁকে চড় মারতে লাগল।

৪ পীলাত আবার বাইরে এসে লোকদের বললেন,"দেখ, আমি ওকে তোমাদের কাছে বের করে আনছি যাতে তোমরা বুঝতে পার যে,
৫ আমি ওর কোন দোষই পাচ্ছি না।" যীশু সেই কাঁটার মুকুট আর

বেগুনী রং এর কাপড় পরা অবস্থায় বাইরে আসলেন। তখন পীলাত লোকদের বললেন, "এই দেখ, সেই লোক।"

৬ যীশুকে দেখে প্রধান পুরোহিতেরা আর কর্মচারীরা চেঁচিয়ে বললেন, "ক্রুশে দাও, ওকে ক্রুশে দাও।"

পীলাত লোকদের বললেন, "তোমরাই ওকে নিয়ে গিয়ে ক্রুশে দাও, কারণ আমি ওর কোন দোষই দেখতে পাচ্ছি না।"

৭ যিহূদী নেতারা পীলাতকে বললেন,"আমাদের একটা আইন আছে, সেই আইন মতে তার মরা উচিত,কারণ সে নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলেছে।"

৮ পীলাত যখন এই কথা শুনলেন তখন তিনি আরও ভয় পেলেন।

৯ তিনি আবার বাড়ীর মধ্যে গিয়ে যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কোথা থেকে এসেছ?" যীশু কিন্তু পীলাতকে কোন উত্তর দিলেন না।

১০ এই জন্য পীলাত যীশুকে বললেন, "তুমি কি আমার সংগে কথা বলবে না? তুমি কি জান না যে, তোমাকে ছেড়ে দেবার বা ক্রুশে দেবার ক্ষমতা আমার আছে?"

১১ যীশু উত্তর দিলেন, "উপর থেকে আপনাকে ক্ষমতা দেওয়া না হলে আমার উপরে আপনার কোন ক্ষমতাই থাকত না। সেই জন্য যে আমাকে আপনার হাতে দিয়েছে, তারই পাপ বেশী।"

১২ এই কথা শুনে পীলাত যীশুকে ছেড়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগ–লেন, কিন্তু যিহূদী নেতারা চেঁচিয়ে বললেন,"আপনি যদি এই লোকটাকে ছেড়ে দেন তবে আপনি সম্রাট কৈসরের বন্ধু নন। যে কেউ নিজেকে রাজা বলে দাবী করে, সে তো সম্রাট কৈসরের শত্রু।"

১৩ এই কথা শুনে পীলাত যীশুকে বাইরে আনলেন এবং 'পাথরে বাঁধানো' নামে একটা জায়গায় বিচারের আসনে বসলেন। ইব্রীয় ভাষায়

১৪ সেই জায়গাটাকে 'গাব্বাথা' বলা হত। সেই দিনটা ছিল উদ্ধার–পর্বের আয়োজনের দিন। তখন বেলা প্রায় দুপুর।

পীলাত যিহূদী নেতাদের বললেন, "এই দেখ, তোমাদের রাজা।"

১৫ এতে তাঁরা চিৎকার করে বললেন, "দূর কর, দূর কর; ওকে ক্রুশে দাও।"

পীলাত তাঁদের বললেন,"তোমাদের রাজাকে কি আমি ক্রুশে

দেব ?"

প্রধান পুরোহিতেরা উত্তর দিলেন,"সম্রাট কৈসর ছাড়া আমাদের
১৬ আর কোন রাজা নেই।" তখন পীলাত যীশুকে ক্রুশে দেবার জন্য
তাঁদের হাতে দিয়ে দিলেন।

ক্রুশে প্রভু যীশুর মৃত্যু

১৭ তখন সৈন্যেরা যীশুকে নিয়ে গেল। যীশু নিজের ক্রুশ নিজে
বয়ে নিয়ে 'মাথার খুলির স্থান' নামে একটা জায়গায় গেলেন। সেই
১৮ জায়গার ইব্রীয় নাম ছিল 'গল্‌গথা'। সেখানে তারা যীশুকে ক্রুশে
দিল— যীশুকে মাঝখানে তাঁর দু'পাশে অন্য দু'জনকে দিল।
১৯ পীলাত একটা দোষনামা লিখে যীশুর ক্রুশের উপরে লাগিয়ে
দিলেন। তাতে লেখা ছিল, "নাসরতের যীশু যিহূদীদের রাজা।"
২০ যেখানে যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল সেই জায়গাটা শহরের কাছে
ছিল বলে যিহূদীদের অনেকেই সেই দোষনামা পড়ল। সেটা ইব্রীয়,
রোমীয় আর গ্রীক ভাষায় লেখা ছিল।
২১ তখন যিহূদীদের প্রধান পুরোহিতেরা পীলাতকে বললেন,
" 'যিহূদীদের রাজা', এ কথা লিখবেন না, বরং লিখুন, 'এ বলত, আমি
যিহূদীদের রাজা।' "
২২ পীলাত বললেন,"আমি যা লিখেছি তা লিখেছি।"
২৩ যীশুকে ক্রুশে দেবার পর সৈন্যেরা তাঁর কাপড়–চোপড় নিয়ে
নিজেদের মধ্যে চার ভাগে ভাগ করল। পরে তারা যীশুর জামাটাও
নিল। সেই জামায় কোন সেলাই ছিল না, উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সবটাই
২৪ বোনা ছিল। তা দেখে সৈন্যেরা একে অন্যকে বলল, "এটা না
ছিঁড়ে বরং ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখি এটা কার হবে।"

এটা ঘটেছিল যাতে পবিত্র শাস্ত্রের এই কথা পূর্ণ হয় যে–

তারা নিজেদের মধ্যে আমার কাপড়–চোপড় ভাগ করল,
আর আমার কাপড়ের জন্য তারা ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখল।

আর সত্যিই সৈন্যেরা এ সব করেছিল।

২৫ যীশুর মা, তাঁর মায়ের বোন, ক্লোপয়ার স্ত্রী মরিযম, আর মগ্‌দলীনী
২৬ মরিয়ম যীশুর ক্রুশের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যীশু তাঁর মাকে এবং
যে শিষ্যকে ভালবাসতেন তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। প্রথমে

২৭ তিনি মাকে বললেন, "ঐ দেখ, তোমার ছেলে।" তার পরে সেই
শিষ্যকে বললেন, "ঐ দেখ, তোমার মা।" তখন থেকেই সেই শিষ্য
যীশুর মাকে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন।

২৮ এর পরে সব কিছু শেষ হয়েছে জেনে পবিত্র শাস্ত্রের কথা যাতে
পূর্ণ হয় সেই জন্য যীশু বললেন, "আমার পিপাসা পেয়েছে।"

২৯ সেই জায়গায় সিরকায় পূর্ণ একটা পাত্র ছিল। তখন তারা একটা
স্পঞ্জ সেই সিরকায় ভিজাল এবং হিস্যোপ গাছের ডালের মাথায় তা
৩০ লাগিয়ে যীশুর মুখের কাছে ধরল। যীশু সেই সিরকা খাওয়ার পরে
বললেন, "শেষ হয়েছে।" তারপর মাথা নীচু করে দেহ থেকে প্রাণ
মুক্ত করলেন।

৩১ সেই দিনটা ছিল পর্বের আয়োজনের দিন। পরের দিন ছিল
বিশ্রামবার, আর সেই বিশ্রামবারটা একটা বিশেষ দিন ছিল বলে
যিহূদী নেতারা চেয়েছিলেন যেন সেই দিনে দেহগুলো ক্রুশের উপরে
না থাকে। এই জন্য তাঁরা পীলাতের কাছে অনুরোধ করলেন যেন
ক্রুশে যারা আছে তাদের পা ভেংগে ক্রুশ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়।
৩২ তখন সৈন্যেরা এসে যীশুর সংগে যাদের ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল
তাদের দু'জনের পা ভেংগে দিল।

৩৩ পরে যীশুর কাছে এসে সৈন্যেরা তাঁকে মৃত দেখে তাঁর পা
৩৪ ভাংগল না। কিন্তু একজন সৈন্য তাঁর পাঁজরে বল্লম দিয়ে খোঁচা
মারল, আর তখনই সেখান থেকে রক্ত আর জল বের হয়ে আসল।
৩৫ যিনি নিজের চোখে এটা দেখেছিলেন তিনিই সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন,
আর তাঁর সাক্ষ্য সত্যি। তিনি জানেন যে, তিনি যা বলছেন তা
সত্যি, যেন তোমরাও বিশ্বাস করতে পার।

৩৬ এসব ঘটেছিল যাতে পবিত্র শাস্ত্রের এই কথা পূর্ণ হয় –
তাঁর একখানা হাড়ও ভাংগা হবে না।

৩৭ আবার শাস্ত্রের আর একটা কথা এই –
যাঁকে তারা বিঁধেছে তাঁর দিকে তারা তাকিয়ে দেখবে।

প্রভু যীশুর কবর

৩৮ এই সমস্ত ঘটনার পরে অরিমাথিয়া গ্রামের যোষেফ যীশুর দেহটা
নিয়ে যাবার জন্য পীলাতের কাছে অনুমতি চাইলেন। যোষেফ

ছিলেন যীশুর গুপ্ত শিষ্য, কারণ তিনি যিহূদী নেতাদের ভয় করতেন।
পীলাত অনুমতি দিলে পর তিনি এসে যীশুর দেহ নিয়ে গেলেন।
৩৯ আগে যিনি রাতের বেলায় যীশুর কাছে এসেছিলেন, সেই
নীকদীমও প্রায় একমণ দশ সের গন্ধ–রস ও আংগুর মিশিয়ে নিয়ে
৪০ আসলেন। পরে তাঁরা যীশুর দেহটি নিয়ে যিহূদীদের কবর দেবার
নিয়ম মত সেই সমস্ত সুগন্ধি জিনিষের সংগে দেহটি কাপড় দিয়ে
জড়ালেন।

৪১ যীশুর যেখানে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল সেই জায়গায় একটা
বাগান ছিল আর সেখানে একটা নতুন কবর ছিল। সেই কবরের মধ্যে
৪২ কাউকেও কখনও রাখা হয়নি। সেই দিনটা ছিল যিহূদীদের পর্বের
আয়োজনের দিন, আর করবটাও কাছে ছিল বলে তাঁরা যীশুকে সেই
কবরেই রাখলেন।

প্রভু যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত হলেন

২০ সপ্তাহ প্রথম দিনের ভোর বেলায়, অন্ধকার থাকতেই মগ্‌দলীনী
মরিয়ম সেই কবরের কাছে গেলেন। তিনি দেখলেন, কবরের মুখ
২ থেকে পাথরখানা সরানো হয়েছে। সেই জন্য তিনি শিমোন–পিতর
আর যে শিষ্যকে যীশু ভালবাসতেন, সেই শিষ্যের কাছে দৌড়ে গিয়ে
বললেন,"লোকেরা প্রভুকে কবর থেকে নিয়ে গেছে। তাঁকে কোথায়
রেখেছে আমরা তা জানি না।"

৩ পিতর আর সেই অন্য শিষ্যটি তখন বের হয়ে কবরের দিকে যেতে
৪ লাগলেন। দু'জন একসংগে দৌড়াচ্ছিলেন। অন্য শিষ্যটি পিতরের আগে
আগে আরও তাড়াতাড়ি দৌড়ে প্রথমে কবরের কাছে আসলেন, কিন্তু
৫ তিনি কবরের ভিতরে গেলেন না। তিনি নীচু হয়ে দেখলেন, যীশুর
দেহে যে কাপড়গুলো জড়ানো হয়েছিল সেগুলো পড়ে আছে।
৬ শিমোন–পিতরও তাঁর পিছনে পিছনে এসে কবরের ভিতরে ঢুকলেন
৭ এবং কাপড়গুলো পড়ে থাকতে দেখলেন। তিনি আরও দেখলেন,
তাঁর মাথায় যে রুমালখানা জড়ানো ছিল, তা অন্য কাপড়ের সংগে
৮ নেই, কিন্তু আলাদা করে এক জায়গায় গুটিয়ে রাখা হয়েছে। তখন
যে শিষ্য প্রথমে কবরের কাছে পৌঁছেছিলেন, তিনিও ভিতরে ঢুকলেন
৯ এবং দেখে বিশ্বাস করলেন। মৃত্যু থেকে যীশুর জীবিত হয়ে উঠবার